দুবলায় এখন শুঁটকি মওসুম

● এমএম ফিরোজ

সুন্দরবনের দুবলার চরসহ ১৪টি চরে ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে ৫ মাসব্যাপী শুঁটকি আহরণ মওসুম। সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ও শুঁটকি মওসুমকে ঘিরে এ বছরও প্রায় ১০ হাজার জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ী জড়ো হয়েছেন সুন্দরবনের দুবলার চর, মেহের আলীর চর, আলোরকোল, অফিসকিল্লা, মাঝেরকিল্লা, শেলার চর, নারকেলবাড়িয়া, ছোট আমবাড়িয়া, বড় আমবাড়িয়া, মানিকখালী, কবরখালী, চাপড়াখালীর চর, কোকিলমণি ও হলদাখালী চরে। সুন্দরবনে কমপক্ষে ১৫টি মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র নিয়ে গঠিত দুবলা জেলেপল্লী। এখানে জেলেরা নিজেদের থাকা, মাছ ধরার সরঞ্জাম রাখা এবং শুঁটকি তৈরির জন্য প্রতিবছর অস্থায়ী ঘর ও মাচা তৈরি করে থাকেন। জেলেপল্লীতে জেলেদের ঘর তৈরি ও জ্বালানি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করে থাকে সুন্দরবন বন বিভাগের দুবলা টহল ফাঁড়ি। উল্লেখ্য, গত মওসুমে এ পল্লীর জেলেদের আহরিত ২৫ হাজার ২৩৮ কুইন্টাল শুঁটকি থেকে রাজস্ব আয় হয়েছিল ১ কোটি ২৭ লাখ ৯ হাজার টাকা।

গাইবান্ধা বিসিক শিল্পনগরী পূর্ণতা পায়নি

● আবু জাফর সাবু

গাইবান্ধা বিসিক শিল্পনগরী ১৬ বছরেও পূর্ণতা পায়নি। তেমন কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি এখানে। এ শিল্পনগরীতে ৯৪টি প্লটের মধ্যে ৮৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হলেও শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে মাত্র ৩৪টি। এর মধ্যে উৎপাদনে রয়েছে মাত্র ২৩টি। ৭টি নিষ্ক্রিয় বা রুগ্‌ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ৪টি ইউনিট এখন উৎপাদনে যাওয়ার অবস্থায় রয়েছে। ১১টি ইউনিট দীর্ঘকাল থেকে নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকিগুলো প্লট আকারে পড়ে আছে। ১৯৮৭ সালে হুকুমদখলের মাধ্যমে জমি ক্রয় করে ১৫ একর জমিতে এই শিল্পনগরী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে ১৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হলেও মাত্র দু-একটি প্লটে শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এ নগরীতে মেলামাইন, জৈব সার, চিড়ার মিল, রশি, মাছ সংরক্ষণ, তারকাঁটা, তুলা ও হোমিও ওষুধের কারখানাসহ বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এরপরও বরাদ্দকৃত কয়েকটি পটে শিল্প স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। নানা কারণে উদ্যোক্তারা শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছেন না। ফলে চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বিসিক শিল্পনগরী।

বরিশালের ঐতিহ্যবাহী শ্মশানদিপালী উৎসব

● সুশান্ত ঘোষ

২২ অক্টোবর দেড়শ বছরের প্রাচীন বরিশাল মহাশ্মশানে পালিত হলো শ্মশানদিপালী উৎসব। হাজারো মানুষ সন্ধ্যার আঁধার নামার আগেই প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশে এদিন জ্বালিয়ে দিয়েছিল প্রদীপের আলো। প্রয়াতের উদ্দেশে নিবেদন করেছিল তার প্রিয় খাবার। প্রতিবছর ভূতচতুর্দশীর পুণ্যতিথিতে প্রিয়জনের সমাধিসৌধে দীপ জ্বালিয়ে দেয়ার এই প্রথা কবে থেকে চালু হয়েছে তা জানা না গেলেও প্রয়াত শতবর্ষের বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এই উৎসব ছোটবেলায়ও দেখেছিলেন বলে জীবদ্দশায় উল্লেখ করেছিলেন। সে কারণেই কাউনিয়া মহাশ্মশানের এই দিপালী উৎসবের প্রথা দেড়শ বছর ধরে চলছে বলা যায়। এর প্রত্যক্ষ কোনো বিবরণী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। দিপালী উৎসবে প্রিয়জনের উদ্দেশে সমাধিসৌধে শুধু দীপই জ্বালানো হয় না, প্রিয়জনের উদ্দেশে খাবার-দাবারও নিবেদন করা হয়। সেই সঙ্গে ধূপ ও ধূপকাঠিও জ্বেলে দেয়া হয়। কেউ কেউ ধর্মীয় গান ও খোলবাদ্যসহকারে কীর্তন করেন প্রিয়জনের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য। এই 'শ্মশানদিপালী' উৎসব বরিশাল বিভাগ তথা ও বাংলাদেশের অন্য কোথাও নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্মশানদিপালী উৎসব পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি ভারতবর্ষের কোথাও পালিত হয় না। এটি একান্ত বরিশালবাসীর নিজস্ব চিন্তা, সংস্কৃতির ফসল। প্রতিবছর শ্মশানদিপালী উৎসবে আলোর রোশনাইয়ে ভরে ওঠে মহাশ্মশান। এই উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক এ সময় বরিশালে আসেন।

সুন্দরবনের গাঁয়ে বিদ্যুতের আলো

● শুভ্র শচীন

বৈদ্যুতিক আলোর বাতি জ্বলছে সুন্দরবনের আঙিনায়। বনের গা-ঘেঁষা গ্রামগুলো রাতে অন্ধকারেই ডুবে থাকত যুগ যুগ ধরে। হিংস্র প্রাণীর আতঙ্কে প্রায়ই বিনিদ্র রাত কাটত হাজার হাজার নারী-পুরুষের। সেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অন্ধকারের অভিশাপ থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে বন-এলাকার মানুষ। সন্ধ্যা হতেই প্রতিদিন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠছে সুন্দরবনের আঙিনায় দাকোপ উপজেলার হরিণটানা গ্রামে।

মংলা সমুদ্রবন্দরের পশ্চিমে এবং রামপালে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ গ্রাম। এ আলো জ্বালাতে খুলনা পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি ৪ দশমিক ৫৫২ কিলোমিটার লাইন স্থাপন করেছে। ব্যয় হয়েছে ৪৯ লাখ ৬১ হাজার টাকা। আবাসিক গৃহ ছাড়াও এখানকার ৫টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এনামুল হক এ প্রতিবেদককে জানান, মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়ায় আগামীতে এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদী। কৈলাশগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান মিহির ম-ল জানান, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার মধ্য দিয়ে এ এলাকার মানুষ উৎপাদনমুখী হয়ে উঠবে। স্থানীয় বাসিন্দা ডা. শক্তি সরকার জানান, গ্রামটি যেন শহর হয়ে গেছে। আর কদিন পর ইন্টারনেটের সুবিধার মাধ্যমে পুরো বিশ্বটাকে ঘরে বসে দেখা যাবে।

অবৈধ যানে অচল ময়মনসিংহ

● বাবুল হোসেন

সড়কে চলার অনুমতি নেই, নেই কোনো রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস; বিআরটিএ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে নেয়া হয়নি কোনো লাইসেন্স। চালকরাও কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্সের ধার ধারেন না। তারপরও পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ময়মনসিংহ শহরে দাপটের সঙ্গে চলাচল করছে অনুমোদনহীন অবৈধ পাঁচ সহস্রাধিক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। সঙ্গে মারাত্মক

শব্দ দূষণের থ্রি হুইলার ও অবৈধ রিকশা তো আছেই! অবৈধ এসব যানবাহনের কারণে ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সকাল-সন্ধ্যা তীব্র যানজটে অচল হয়ে থাকছে ময়মনসিংহ শহর। অথচ যানজট সমস্যার সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেই স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের। নির্বিকার নাগরিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও।

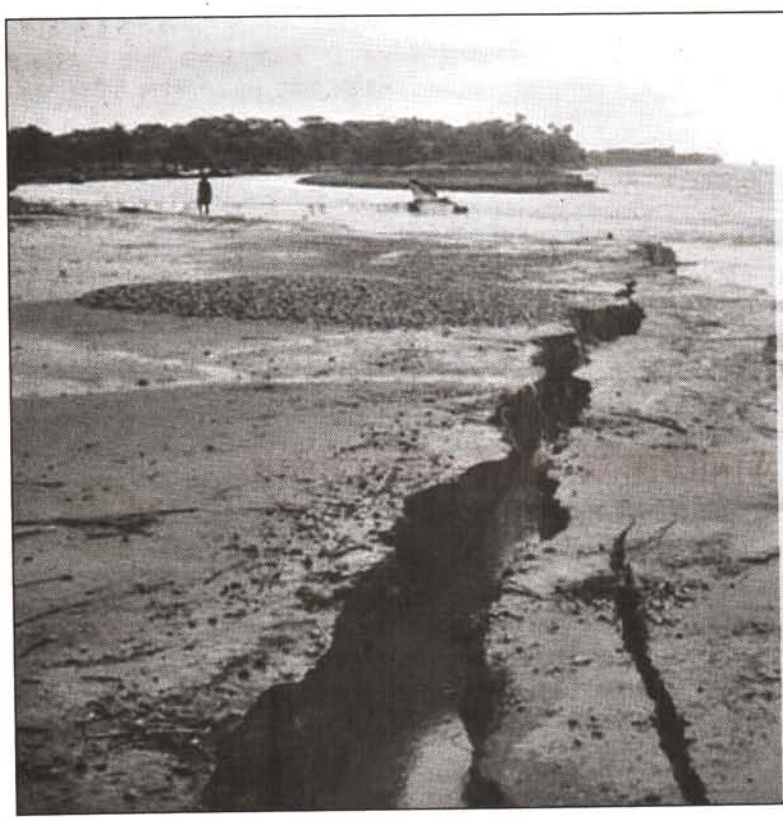

হুমকিতে এশিয়ার বৃহত্তম বীজবর্ধন খামার

● শংকর লাল দাশ

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার চর বাঁশবাড়িয়ায় স্থাপিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ বীজবর্ধন খামারটি তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙনের মুখে পড়েছে। এরই মধ্যে এ খামারের বিশাল এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। চারপাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ না থাকায় প্রতিদিন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হচ্ছে খামারের বিস্তীর্ণ এলাকা। এতে খামারটিতে বীজ ও ফসল উৎপাদনসহ অন্যান্য কর্মকা- ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৩ সালের ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এ খামার স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের জন্য প্রতিকূল লবণাক্ত জলবায়ু-সহিষ্ণু বীজ নিয়ে গবেষণা এবং পরিবেশ উপযোগী শস্যবীজ উৎপাদন করে তা কৃষকদের হাতে তুলে দেয়া। তবে তেঁতুলিয়া নদীর প্রবল ভাঙন ও চরের চারপাশে বন্যানিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ না থাকায় খামারের কর্মকা- মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার উত্তর দিকে প্রায় ৬০ একর জমি এরই মধ্যে তেঁতুলিয়া নদীর গর্ভে চলে গেছে।